চলো জেনে নিই, কী নিয়ে আমাদের গল্প?

ছোট্ট দুই ভাই-বোন—যাইনাব আর মুহাম্মাদ। ওরা দুজনই খুব মিষ্টি, আর খুব কৌতূহলী।

ঈদ আসছে। চারপাশে কেমন ব্যস্ততা! রাস্তা দিয়ে গরু যাচ্ছে—হাম্বা হাম্বা!

মুহাম্মাদ দৌড়ে এসে বলল, "যাইনাব! জানো? পাশের বাড়ির গরুটা অনেক বড়ো!"

যাইনাব চোখ বড়ো করে বলল, কতো বড়?

মুহাম্মাদ ছোটো হাত দুটো লম্বা করে গরুর মাপ বোঝাচ্ছিল।

–দাম কত ওটার?

–দুই লাখ বলেছে।

"আমাদের গরু কি তবে ছোটো হবে?" যাইনাব জিজ্ঞেস করলো।

তখন আব্বু মুচকি হেসে বললেন, “শোনো, কুরবানি শুধু গরু বড়ো ছোটো হওয়ার বিষয় না...এর ভেতরে আছে এক সুন্দর গল্প।”
তোমরা কি এই ঈদের নাম জানো?
এই খুশির দিনটার নাম একটু কঠিন—ঈদুল আযহা। তোমরা একে কুরবানির ঈদ বলতে পারো।

কী সেই গল্প? কেন আমরা কুরবানি করি? আর আল্লাহ কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন?
এসব জানার জন্য চলো, আমরা যাইনাব আর মুহাম্মাদের কুরবানির ঈদের গল্পটা পড়ি।

পরদিন সকালে।
যাইনাব আর মুহাম্মাদ খুব খুশি। মুহাম্মাদ দৌড়ে এসে বলল, "আব্বু! আমরা কবে গরু কিনব?"
যাইনাবও সাথে সাথে বলল, "হ্যাঁ আব্বু, আমাদের গরু কবে কিনবেন?"
আব্বু হেসে বললেন, "আজই আমরা গরুর হাটে যাব, গরু কিনে আনতে।"
দুজনেই খুশিতে লাফিয়ে উঠল,
"ইয়েহ! আজকে আমাদেরও গরু কেনা হবে!"

বাড়ির উঠোনে এখন নতুন একটা আনন্দ। সেই আনন্দের নাম—গুল্টু।
সকালে ঘুম থেকে উঠেই মুহাম্মাদ দৌড়ে যায় গুল্টুর কাছে। যাইনাবও পিছনে পিছনে আসে। "গুল্টু! ও গুল্টু!" মুহাম্মাদ ডাক দেয়। গুল্টু মাথা নেড়ে "হাম্বা..." করে ওঠে। যেন সে তাদের চিনে ফেলেছে। যাইনাব খুশি হয়ে বলে, "দেখো! গুল্টু আমাদের চিনে গেছে!"
মুহাম্মাদ গুল্টুর সামনে ঘাস এনে দেয়। যাইনাব একটা বালতিতে পানি এনে রাখে। "খাও গুল্টু..."সে নরম গলায় বলে। গুল্টু ধীরে ধীরে খেতে থাকে। দুজন বসে বসে তা দেখে।
মুহাম্মাদ হাসে, "গুল্টু তো খুব ভদ্র!" যাইনাব গুল্টুর গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। "তুই আমাদের বন্ধু, ঠিক তো?" গরুটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার বড়ো বড়ো চোখে যেন মায়া ভরে আছে।

কিছুদিনের মধ্যেই গরুটা তাদের খুব আপন হয়ে গেল।পাশের বাচ্চারা এলে মুহাম্মাদ গর্ব করে বলে, “এইটা আমাদের গুল্টু!” যাইনাব বলে, “গুল্টু খুব ভালো। ও কাউকে গুঁতো মারবে না।” সবাই মিলে গুল্টুকে আদর করত। কেউ পানি দিত, কেউ ঘাস।

একদিন বিকেলে যাইনাব গুল্টুর পাশে বসে ছিল। হালকা বাতাস বইছে। গুল্টু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ যাইনাব নরম গলায় বলল, “মুহাম্মাদ... আমরা কি এত আদরের গুল্টুকে কুরবানি করব?”

মুহাম্মাদ একটু চিন্তিত হয়ে চুপ করে রইল। তার ছোট্ট মনটা কেমন যেন হয়ে গেল।

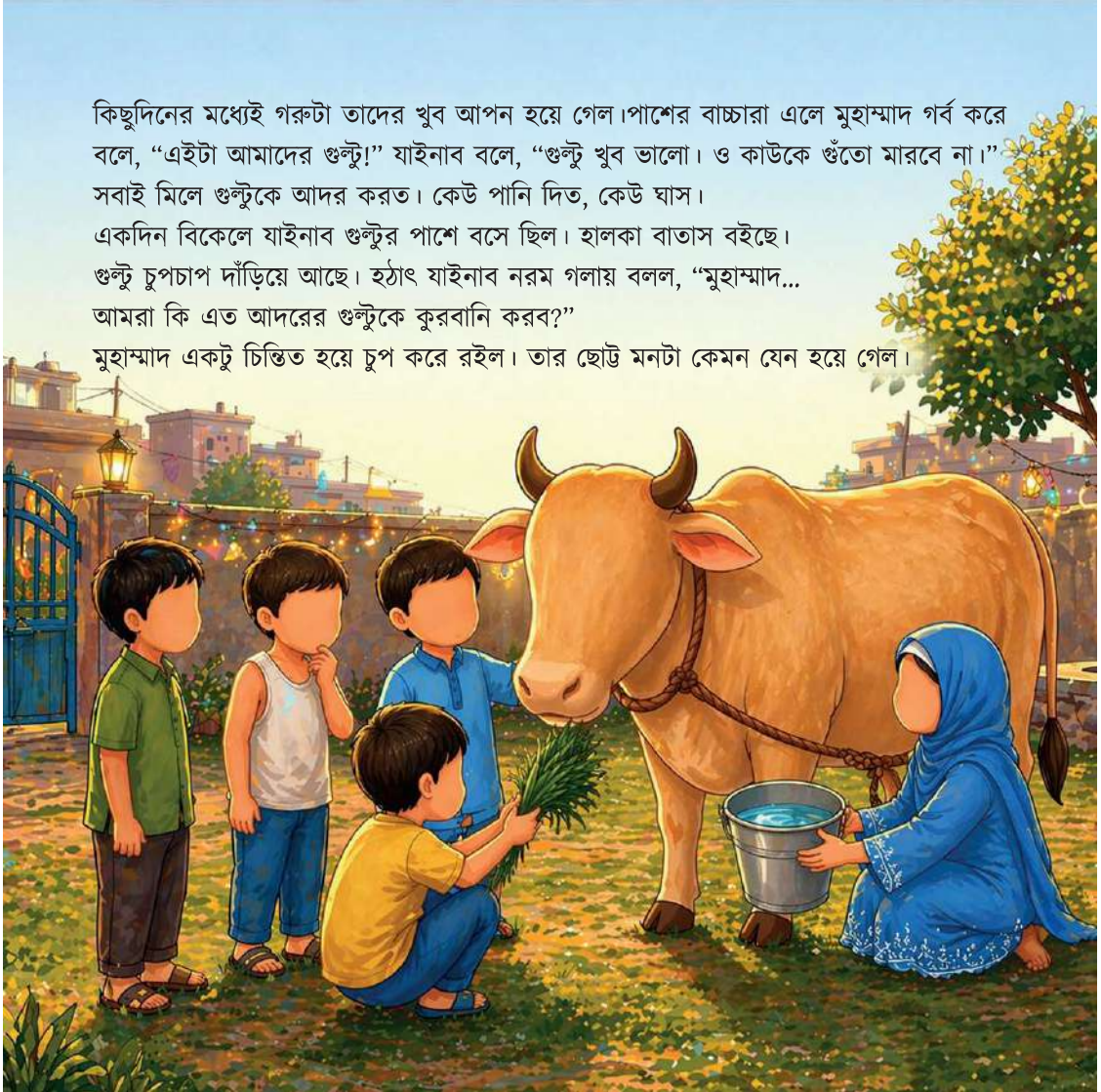

গরু জবাই হয়ে গেছে। গুল্টুর গোশত এখন কেটে ছোটো ছোটো অংশে প্রস্তুত হয়েছে।
মুহাম্মাদকে বাবা বললেন, "চলো, ঘরে গিয়ে গোশত নেওয়ার পাত্র নিয়ে আসি।"
মুহাম্মাদ ঘরে ঢুকে দেখলো, তার মা কাগজ কলম হাতে নিয়ে বসেছেন। একটা একটা নাম লিখছেন—পাড়া প্রতিবেশীর নাম, কিছু আন্টির নাম আর ওদের ছোট্ট বন্ধুদের নামও।
মুহাম্মাদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "মা, এই নামগুলো কেন লিখছেন? কী হবে?"
মা হেসে বললেন, "আমার বুদ্ধিমান ছেলে, একটু পরেই তুমি বুঝতে পারবে। শোনো, আমরা গুল্টুকে আল্লাহর জন্য কুরবানি করেছি। গুল্টুর রক্ত, মাংস, চামড়া—কিছুই আল্লাহর কাছে পৌঁছাবে না। শুধু আমাদের তাকওয়া আর আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাটুকু পৌঁছাবে। তাই আমরা আজকের ঈদের আনন্দ শুধু নিজেদের মাঝেই রাখব না। আমরা চাই, এই আনন্দ সবাই মিলে ভাগাভাগি করতে। যাদের নাম লিখেছি, তাদের গরু বা গোশত কেনার টাকা নেই, তাই আমরা ছোটো ছোটো প্যাকেটে ভাগ করে তাদেরকে গোশত পৌঁছে দেবো। তুমি যখন মানুষকে আনন্দ দেবে, তখন আল্লাহও খুশি হবেন তোমার উপর।"

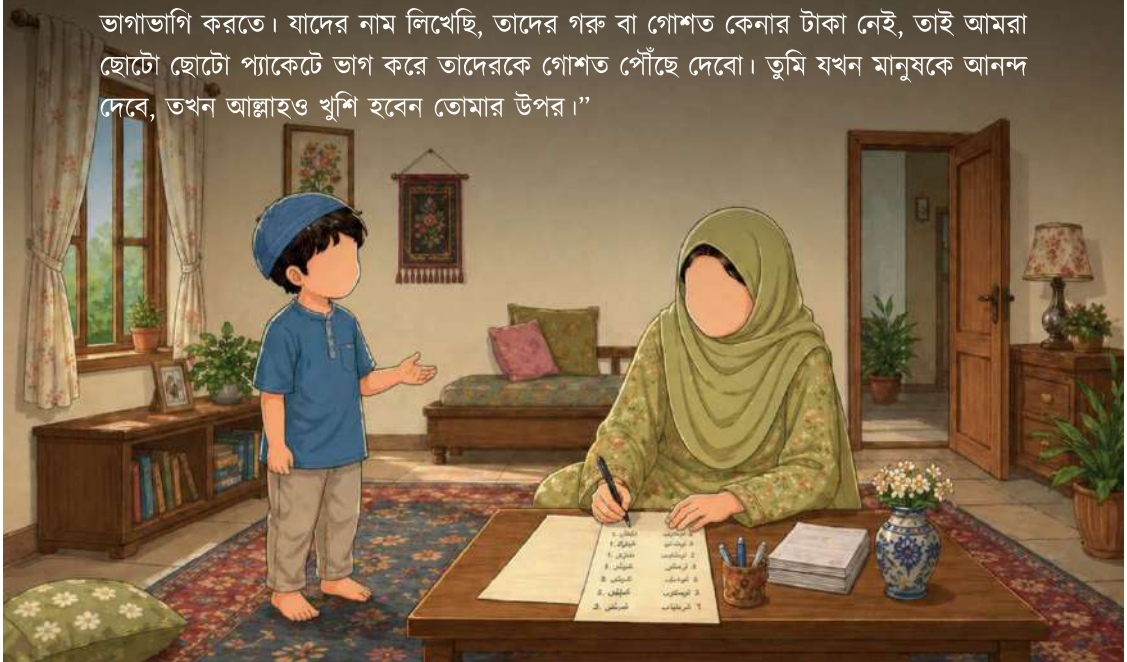

মুহাম্মাদ আর যাইনাব দেখল মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। চুলায় বড়ো পাত্রে গোশত রান্না করছেন। আর বাবা সাহায্য করছেন মাকে। ঘরে ধোঁয়া উড়ছে, ঝরঝরে ঘ্রাণ চারপাশে!

মুহাম্মাদ হাতমুখ ধুয়ে বলল, "আব্বু, আজ কি আমরা সবাই একসাথে খেতে বসব?"

বাবা হেসে বললেন, "হ্যাঁ, আমরা সবাই একসাথে খাব। যাও তুমি ম্যানেজার আংকেল, ড্রাইভার আংকেলদের ডেকে নিয়ে এসো।"

মুহাম্মাদ গেল তাদেরকে ডেকে আনতে, আর যাইনাব মায়ের কাছে এসে তাকে সাহায্য করতে লাগল। বাটিতে বাটিতে গোশত সাজাল। আরেক দিকে রুটি তৈরি হচ্ছে।

একটু পর মুহাম্মাদও এসে সবার সাথে সাহায্য করতে লাগল। সবাই মিলে কাজ করছিল, যেন একটি ছোটো আয়োজনের মতো।

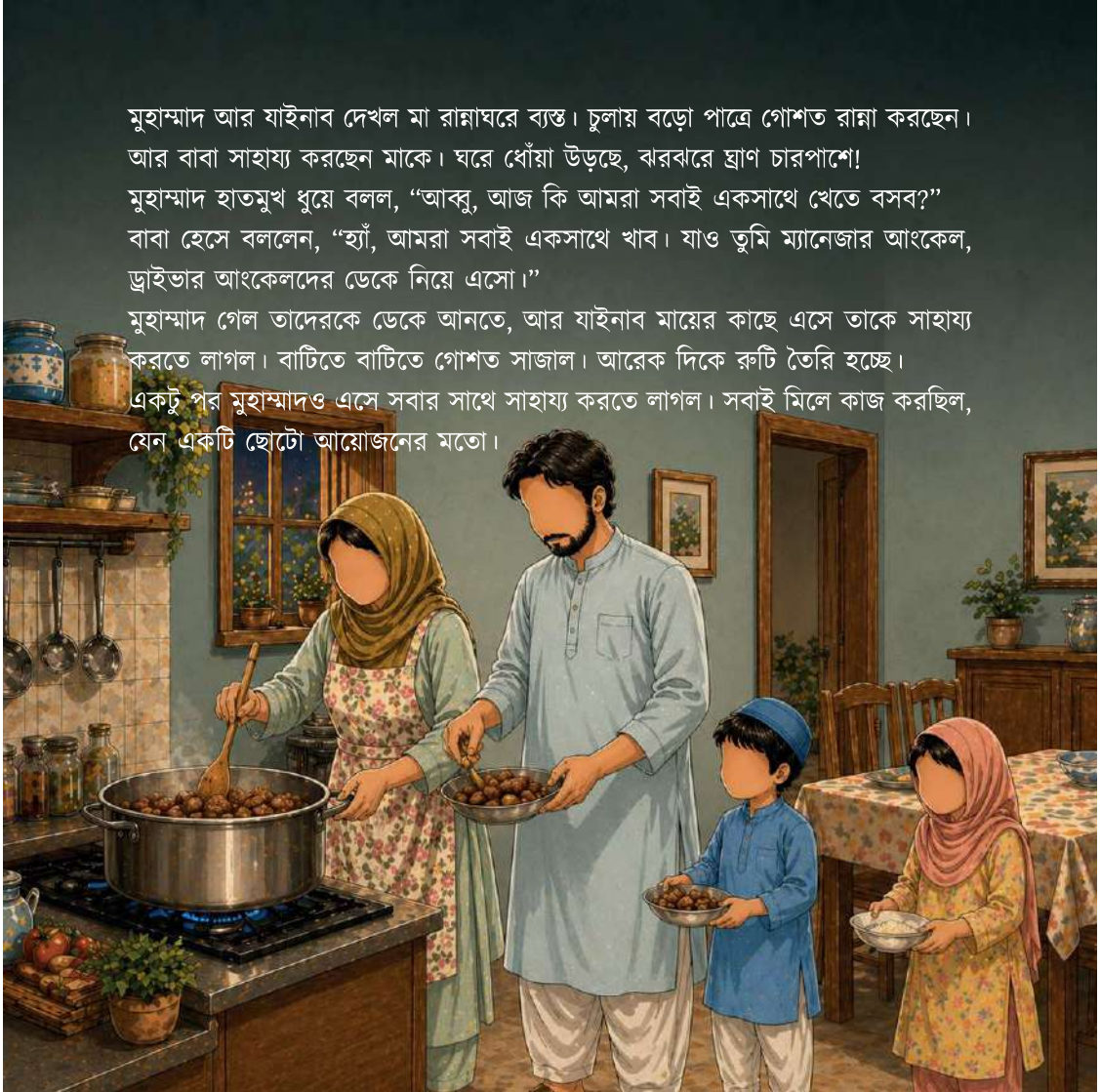

কুরবানি অ্যাক্টিভিটি প্ল্যানার

ছোট্ট বন্ধু!

তুমি যদি গরু কিনতে যাও, তবে কোন রঙের গরু নেবে? সাদা, কালো, নাকি লাল?
আর হ্যাঁ! গরু পছন্দ করতে যদি অসুবিধা হয়, তবে কোন দুআটি পড়বে? মনে আছে তো?

رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ

রব্বি ইয়াসসির ওয়া লা তু'আসসির

অর্থ : হে আমার রব, সহজ করে দিন, কঠিন করে দিয়েন না।

আরেকটা মজার বিষয় কি জানো? শুধু গরু পছন্দ করার সময়ই না, বরং যেকোনো কাজ কঠিন মনে হলেই, এই দুআটি পড়া যায়। দারুণ না বিষয়টা? তাহলে আর দেরি না করে ঝটপট নিচের গরু তিনটির মাঝে তোমার পছন্দের গরুর ওপর টিক চিহ্ন দাও...